এ.এফ.এম. আবদুল জলিল

সুন্দরবনের ইতিহাস

নয়া উদ্যোগ

কলকাতা

SUNDARBANER ITIHAS

History of Sundarban by A.F.M. Abdul Jalil

HISTORY : LOCAL-BENGAL

প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০

হরফবিন্যাস
অ্যালায়েড প্রিন্ট সিস্টেমস
১৯৭-বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রণ
নিউ সারদা প্রেস
৯ সি শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

পার্থশঙ্কর বসু কর্তৃক নয়া উদ্যোগ,
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত।

সুন্দরবনে কোথাও গণ্ডার নাই বলিয়া সকলেই জানে কিন্তু কেহ কেহ বলেন এখনও গভীর জন্দ্বলের মধ্যে কোথাও গণ্ডার থাকিতে পারে। তবে একথা সত্য যে সুন্দরবনে পূর্বে বহু গণ্ডার ছিল এবং কি কারণে এখন গণ্ডার দৃষ্ট হয়না তাহা অনেকেই বলিতে পারে না। সুন্দরবন অঞ্চলে শ্যামনগর থানার অর্ন্তগত হরিনগর গ্রামে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পুকুর খননের সময় এফাজতুল্লা সরদারের বাড়ীতে একটি বড় গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। উহা এখনও সেই বাড়ীতে রক্ষিত আছে। উক্ত থানার শ্রীফলকাঠি গ্রামে গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ধুমঘাটে দীঘি খননের সময় ছয়টি গণ্ডারের কঙ্কাল পওয়া গিয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ লোকরা শ্রীফলাকাঠি ও খেগড়াঘাটের জন্দ্বলে স্বচক্ষে গণ্ডার দেখিয়াছেন। গণ্ডারের শিঙ অতীব মূল্যাবান। সাধারণতঃ ইহারা তৃণভোজী। ঈশ্বরীপুরে মাখনলাল অধিকারীর বাড়ীতে ৬টি গণ্ডারের কঙ্কাল দেখিয়াছি।

সুন্দরবনে মহিষ, গরু ও হস্তী নাই। তবে বাগেরহাট অঞ্চলের সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে বন্য মহিষ পাওয়া যাইত। মানসিংহ কর্তৃক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে পাঠান বিদ্রোহ দমনের পর তাঁহাকে সুন্দরবন অঞ্চলে ফতেহাবাদ সরকারের জায়গীর প্রদত্ত হয়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এই অঞ্চলে তখন বহু হস্তী ও অন্যান্য বন্য জন্তু পাওয়া যাইত। সজারু এবং চিতাবাঘও সুন্দরবনে পাওয়া যাইত। বনাঞ্চলের লোকেরা পূর্বে গণ্ডার ও মহিষ শিকার করিত এবং উহার মাংস ভক্ষণ করিত। লোক বুনো মহিষকে বয়ার বলিত এবং গ্রামের মেয়েরা হরিণ শিকারের ন্যায় বয়ার ও গন্ডার শিকারের গল্প করিত। গণ্ডারকে "গাড়া" বলা হইত। রামপাল থানার "গাড়া মারা" নামে একটি গ্রাম আছে।

গণ্ডার হরিণের ন্যায় অনেকগুলি বাচ্চা প্রসব করে না। কথিত আছে যে গণ্ডার দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে মাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করে। গণ্ডারের প্রাচুর্যের জন্য সম্ভবতঃ নদীর নাম হইয়াছে গাড়া নদী। বিভারীজ সাহেব বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে কুক্‌রী মুক্‌রী দ্বীপে শূকর ও বন্য মহিষ দেখিয়াছেন। তখন সেখানে হরিণ ছিল না। গণ্ডার সম্পর্কে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন বলেন যে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক গণ্ডার সুন্দরবনে ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে গণ্ডার সাংঘাতিক হিংস্র জন্তু। ইহা অন্য জন্তুর মাংসসহ চামড়াও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালঞ্চ ও রায়মন্দ্বল নদীর মোহনার সন্নিকটে অসংখ্য গণ্ডার ছিল। দেশী শিকারীদের হাতে পড়িয়া গণ্ডার ও বন্য মহিষের বংশ ধ্বংস হইয়াছে। গ্যান্ডারখালীব জন্দ্বল একটি বাঘের আড্ডা এবং ভয়সঙ্কুল স্থান। কেহ কেহ বলেন, এখানে এককালে বহু গণ্ডার পাওয়া যাইত। সেইজন্য জন্দ্বলের নাম হইয়াছে গণ্ডারখালী বা গ্যাণ্ডারখালী।

গণ্ডারের শিঙ মূল্যবান পদার্থ। পুরাকালে ইজিপ্টের রাজারা বিষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গণ্ডারের শিঙ দ্বারা পান করিতেন।